বিস্ফোরক অ্যাক্ট, ১৮৮৪

[১৮৮৪ সালের ৪নং অ্যাক্ট]

বিস্ফোরক তৈরী, অধিকারে রাখা, ব্যবহার, বিক্রয়, পরিবহন এবং আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিবার আইন।

যেহেতু বিস্ফোরক তৈরী, অধিকারে রাখা, ব্যবহার, বিক্রয়, পরিবহন এবং আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক, সেহেতু এতদ্বারা নিুলিখিত আইন প্রণয়ন করা হইলঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।** - (১) এই এ্যাক্ট বিস্ফোরক এ্যাক্ট, ১৮৮৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। **প্রারম্ভ** । - সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন, সেই তারিখে হইতে এই এ্যাক্ট কার্যকর হইবে।

৩। বাতিল করা হইয়াছে।

৪। **সংজ্ঞা -**। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই এ্যাক্টে-,

(১) (ক) "বিস্ফোরক" বলিতে গান পাউডার, নাইট্রোগ্লিসারিন, ডিনামাইট, গানকটন, ব্লাস্টিং পাউডার, মার্কারি (পারদ) বা অন্য ধাতুর ফালমিনেট, রঙিন আতশবাজী বা উপরোল্লিখত পদার্থ সদৃশ বা অন্য যে কোন পদার্থ যাহা কার্যকর বিস্ফোরণ ঘটাইবার অথবা আতশবাজী তৈরীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা তৈরী করা হয় বা , এবং

(খ) ফগ সিগনাল, আতশবাজি, ফিউজ, রকেট, কাতরুজ, পারকাশন ক্যাপ, ডেটোনেটর, যে কোন ধরণের গোলাবারুদ এবং উপরে বর্ণিত বিস্ফোরক তৈরীর সকল উপকরণ ইহার অন্তর্ভুক্ত করে।

(২) 'তৈরী করা' বলিতে কোন বিস্ফোররে উপাদান অংশকে পৃথকীকরণ অথবা অন্যভাবে বিভক্ত বা ধ্বংস অথবা অনুপযোগী বিস্ফোরককে ব্যবহার উপযোগী করা এবং কোন বিস্ফোরক পুনরায় তৈরী, পরিবর্তন অথবা সংস্কার করিবার পদ্ধতি বুঝায়।

(৩) "নৌযান" বলিতে সকল জাহাজ, নৌকা এবং প্রোপেলার বা দাঁড় দ্বারা বা অন্য কোনভাবে চালিত নৌযান বুঝাইবে।

(৪) "বাহন" বলিতে যে কোন গাড়ি, ওয়াগন, গরু বা ঘোড়ার গাড়ি, ট্রাক, স্থলপথে যে কোন উপায়ে চালিত মাল বা যাত্রী বাহীযান বুঝাইবে।

(৫) "মাস্টার" শব্দটি উপস্থিত সময়ের জন্য কোন জাহাজের চালনা বা দায়িত্বে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে (পাইলট বা পোতাশ্রয় মাস্টার ব্যতীত) বুঝাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন জাহাজের মালিকানাধীন নৌকা সম্পর্কে 'মাস্টার' বলিতে জাহাজের 'মাস্টার'-কে বুঝাইবে।

(৬) "আমদানি" বলিতে আকাশ, জল বা স্থলপথে বাংলাদেশে আনয়ন করা বুঝায়।

৫। **বিস্ফোরক তৈরী, অধিকারে রাখা, ব্যাবহার, বিক্রয়, পরিবহন এবং আমদানির লাইসেন্স প্রদানের জন্য বিধি প্রণয়ের ক্ষমতা** - (১) সরকার ,এই এ্যাক্টের অদীন প্রণীত বিধিসমুহের বিধান অনুসারে মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্সের অধীন বা লাইসেন্সের শর্ত অনুসরণ ব্যাতিরেকে বিস্ফোরক বা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর বিস্ফোরক তৈরী, অধিকারে

রাখা, ব্যাবহার, বক্‌রিয়, পরিবহন এবং আমদানি, নিয়ন্ত্রন বা নিষিদ্ব করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের যে কোন অংশের জন্যএই এ্যাক্টের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন ।

(২) এই ধারার অধীন প্রণীতব্য বিধি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্রে সবগুলি বা যে কোন একটির জন্যবিধান করিতে পারে, যেমন-

(K) যে কতর্‌পক্ষ কর্তৃক লাইসন্‌সে মঞ্জুর করা হইবে;
(খ) লাইসেন্সের জন্য যে ফী ধার্য করা হইবে এবং অন্যান্য খরচের অর্থ, যদি থাকে, লাইসেন্সের জন্য দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদান করিতে হইবে ;
(M) যে পদ্ধতিতে লাইসেন্সের দরখাস্ত করিতে হইবে এবং এইরূপ দরখাস্তে যে বিষয়গুলি উল্লেখিত থাকিবে;
(N) যে ফরমে এবং যে শর্তে এবং যে বিষয়ে লাইসন্‌সে মঞ্জুর করা হইবে;
(O) যে সময়ের জন্য লাইসেন্স বলবত থাকিবে; এবং
(P) বিধির কার্যকারিতা হইতে যে কোন বিস্ফোরকের সম্পূর্ণ বা শর্ত সাপেক্ষে অব্যাহতি।

(৩) যে সকল ব্যাক্তি বিধির ব্যতয় ঘটাইয়া বিস্ফোরক তৈরী, অধিকারে রাখা, ব্যবহার, বক্‌রিয়, পরিবহন বা আমদানি করে অথবা অন্যবিধভাবে কোন বিধি লংঘন করে, এই ধারার অধীন প্রণীত বিধি এমন সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে দন্ড আরোপ কিতে পারেঃ
তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ যেকোন বিধিমালা দ্বারা সর্বোচ্চ যে দন্ড আরোপ করা যাইতে পারে তাহা -

(ক) এইরূপে কোন বিস্ফোরক তৈরী , ব্যাবহার বা আমদানি করে, এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১০ বৎসর পর্যন্ত এবং অন্যূন ২ বৎসরের কারাদন্ড অথবা ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অনাদায়ে আরো ১ বৎসরের কারাদন্ড প্রদান,
(খ) এইরূপে কোন বিস্ফোরক বিক্রি বা পরিবহন করে, এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৭বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ডএবং অন্যূন ১ বৎসরের কারাদন্ড অথবা ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অনাদায়ে আরো ১ বৎসরের কারাদন্ড প্রদান,
(গ) এইরূপে কোন বিস্ফোরক অধিকারে রাখে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্র ক্ষেত্রে ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং অন্যূন ৬মোসের কারাদন্ড অথবা ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদন্ড প্রদান
(ঘ) অন্য কোন ক্ষেত্রে ২বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং অন্যূন ৩ মাসের কারাদন্ড অথবা ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৩ মাসের কারাদন্ড প্রদান।

৬। **বিশেষভাবে বিপজ্জনক বিস্ফোরক তৈরী, অধিকারে রাখা বা আমদানি নিষদ্‌ধি করিবার সরকারের ক্ষমতা ।** - (১) পূর্বোল্লিখিত ধারার অধীন প্রণীত বিধিতে যাহাই থাকুক না কেন বিভিন্ন সময়ে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি মারফত সরকার-

(ক) জনগনের নিরাপত্তার স্বার্থে অত্যাবশ্যকীয় মনে করিলে বিপজ্জনক ধরনের বিস্ফোরক তৈরী, অধিকারে রাখা, ব্যবহার, বক্‌রিয়, পরিবহন অথবা আমদানি সম্পূর্ণরূপে বা শর্তসাপেক্ষে নিষিদ্ধ করিয়া প্রজ্ঞাপণ জারী করিতে পারেন।

(২) যেকোন বিস্ফোরক যাহার আমদানির বিষয়ে বজ্‌িএপ্তি জারী করা হইয়াছে এবং সাময়িকভাবে শুল্ক সম্পর্কিত আইনে যে সকল দ্রব্যের আমদানি নিষদ্‌ধি বা নিয়ন্ত্রিত উক্ত বিস্ফোরকবাহী নৌযান বা গাড়ির ব্যাপারে প্রত্যেক বন্দর বা সীমান্ত চেকপোস্টের শুল্ক কর্মকর্তাদের একই ক্ষমতা থাকিবে এবং সাময়িকভাবে শুল্ক সম্পর্কিত আইন এইরূপ কোন দ্রব্য বহনকারী নৌযান অথবা গাড়ির ক্ষেত্রে তদনুসারে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন জারীকৃত বজ্‌িএপ্তি লংঘন করিয়া যে কেহ বিস্ফোরক তৈরি, অধিকারে রাখা, ব্যবহার, বক্‌রিয়, পরিবহন বা আমদানি করে, সে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ১০ (দশ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবে এবং জল বা স্থলপথে আমদানির ক্ষেত্র, যে নৌযান বা গাড়িতে বিস্ফোরক আমেদানি করা হইয়াছে তাহার মালিক এবং মাস্টার, উভয়ই কোন যুক্তিসঙ্গত কারন না থাকিলে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ১০ (দশ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৭। **পরিদর্শন, জব্দ, আটক, এবং অপসারণের কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতাঃ** (১) কোন কর্মকর্তাকে তাহার নাম বা পদাধিকারবলে ক্ষমতা প্রদান করিয়া সরকার এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারে,

(ক) এই আইনে মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্সের অধীন কোন স্থান, গাড়ি বা নৌযান যেখানে বিস্ফোরক তৈরী, অধিকারে রাখা, ব্যবহার, বক্রিয়, পরিবহন অথবা আমদানি করা হয়, সেখানে অথবা এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা লঙ্ঘণক্রমে কোন বিস্ফোরক তৈরী, অধিকারে রাখা, ব্যবহার, বক্রিয়, পরিবহন বা আমদানি করা হইয়াছে বা হইতেছে এইরূপ মনে করার যুক্তি সঙ্গত কারণ রহিয়াছে এমন স্থানে প্রবেশ, পরিদর্শন এবং পরীক্ষা করার,

(খ) উক্ত স্থানে বিস্ফোরক তল্লাশির জন্য;

(গ) সেইখানে প্রাপ্ত বিস্ফোরকের মূল্য প্রদান করিয়া নমুনা সংগ্রহ করার জন্য এবং

(ঘ) সেখানে প্রাপ্ত বিস্ফোরক জব্দ, আটক, অপসারন এবং প্রয়োজন হইলে ধ্বংস করণ, এবং

(২) তল্লাশি সম্পর্কিত ফৌজদারী কার্যবিধর বিধানসমূহ এই ধারার অধীন প্রণীত বিধিমালায় প্রাধীকৃত কর্মকর্তাদের দ্বারা তল্লাশির ক্ষেত্রে যতদূর পর্যন্ত প্রয়োগযোগ্য, তাহা প্রযোজ্য হইবে।

৮। **দুর্ঘটনা সম্পর্কে নোটিসঃ** (১) যখন কোন স্থানে বিস্ফোরক তৈরী, মজুদ বা ব্যবহার করা হইয়াছে অথবা কোন গাড়ি বা নৌযান যাহাতে বিস্ফোরক পরিবহন বা উহাতে বোঝায় বা উহা হইতে খালাস করা হইয়াছে উহাতে বা উহার নিকটে বিস্ফোরণ বা অগ্নিদুর্ঘটনায় জীবনহানী বা কেহ গুরুতর আহত অথবা সম্পদের ক্ষতি হইলে অথবা এমন কোন কারনে এইরূপ ক্ষতি বা হত হইয়াছে সেইক্ষেত্র উক্ত স্থানের অধিকারী বা নৌযানের মাস্টার বা উক্ত গাড়ির দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যেক্তি, বিধিতে বর্ণিত উপায়ে উক্ত সময়ের মধ্যে কোন জীবনহানী বা ব্যক্তিগত ক্ষতির বিষয়ে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এবং নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নোটিস প্রদান করিবেন।

(২) উপধারা (১) লংঘন করিয়া কেহ দুর্ঘটনার নোটিস প্রদানে ব্যর্থ হইলে সে ৩ মাস পর্যন্ত কারাদন্ড এবং ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও যাহা অনাদায়ে আরো ১ (এক) মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডণীয় হইবে, এবং দুর্ঘটনায় যদি জীবনহানি ঘটে সেইক্ষেত্রে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা যাহা অনাদায়ে আরো দু'মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

৯। **দুর্ঘটনায় তদন্তঃ** (১) যেক্ষেত্রে বাংলাশের সশস্ত্রবাহিনী নিয়ন্ত্রণাধীন কোন স্থানে, গাড়িতে বা জাহাজে অথবা তৎসম্পর্কিত ৮ ধারায় উল্লেখিত কোন দূর্ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নৌ, সামরিক বা বিমান বাহিনী কতর্পক্ষ কর্তৃক দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে তদন্ত করিতে হইবে, এবং অন্য অবস্থার প্রেক্ষিতে দুর্ঘটনা ঘটিলে সেক্ষেত্রে মানব জীবনের হানি হইলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশ কমিশনার অনুরূপ তদন্ত করিবে অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে অধঃস্তন কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে অথবা ক্ষেত্রবিশেষে, কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে অনুরূপ তদন্ত করিতে নির্দেশ দিতে পারে।

(২) এই ধারার অধীন তদন্তকারী কোন ব্যক্তির ১৮৯৮ সনের (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটের ন্যায় সকল ক্ষমতা থাকিবে এবং ঐ ব্যক্তি তদন্তের উদ্দেশ্য ক্ষমতা প্রয়োগ প্রয়োজন বা উপযোগী মনে করিলে, ৭ ধারায় কোন কর্মকর্তার উপর অর্পিত এইরূপ ক্ষমেতা প্রয়োগ করিতে পারে।

(৩) এই ধারার অধীন তদন্তকারী ব্যক্তিকে দরুঘটনার কারণসমূহ এবং উহার পরিস্িথতি বর্ণনা করিয়া সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৪) সরকার িনুলিখিত বিধি প্রণয়ন করিতে পারে-

(ক) এই ধারার অধীন তদন্তের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিতে;

(খ) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশকে অনুরূপ কোন তদন্তকালে উপস্থিত থাকিতে বা প্রতিনিধিত্ব করিতে সমর্থ করিতে;

(M) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশকে অথবা তাহার প্রতিনিধিকে তদন্তে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে অনুমতি দিতে;

(N) যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন তদন্তে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ উপস্থিত থাকে না বা তাহার প্রতিনিধিত্ব করা হয় না সেক্ষেত্রে কার্যধারা সমূহের প্রতিবেদন তাহার নিকট পাঠাইতে হইবে মর্মে বিধান রাখিতে হইবে;

(ঙ) যে পদ্ধতিতে এবং যে সময়ের মধ্যে ৮ ধারায় উল্লেখিত নোটিসসমূহ প্রদান করিতে হইবে তাহা নির্ধারণ।

৯-ক। **গুরুতর দুর্ঘটনার তদন্তঃ** (১) সরকার ৯ ধারা মোতাবেক তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্ত হউক বা না হউক, যেক্ষেত্রে ৮ ধারায় উল্লেখিত দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে অধিকতর আনুষ্ঠানিক তদন্ত করা উচিত মর্মে সরকারের অভিমত থাকে সেক্ষেত্রে সরকার প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ অথবা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ তদন্ত করিতে নিয়োগ করিতে পারে, এবং ঐ তদন্তে পরামর্শদাতা হিসেবে আইনগত বা বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তিবর্গকেও নিয়োগ করিতে পারে।

(২) যেক্ষেত্রে সরকার এই ধারা মোতাবেক তদন্তের আদেশ প্রদান করে সেক্ষেত্রে সরকার ৯ ধারা মোতাবেক সময়কালে চলিত তদন্তকার্য স্থগিত হইবে মর্মেও নির্দেশ দিতে পারে।

(৩) এই ধারা মোতাবেক তদন্ত করিতে নিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করিতে এবং দলিলাদি ও গুরুত্বপূর্ন বস্তু উপস্থাপনে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের (১৯০৮ সালের ৫ নং আইন) অধীন দেওয়ানী আদালতের সমস্ত ক্ষমতা থাকিবে; এবং উপরোক্ত ঐ ব্যক্তি কর্তৃক তথ্য সরবরাহের জন্য তলবকৃত প্রত্যেক ব্যক্তিকে দন্ডবিধি আইনের (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন) ১৭৬ ধারার বিধান মোতাবেক অনুরূপ কার্য করিতে আইনত বাধ্য মর্মে বিবেচিত হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন তদন্তকারী কোন ব্যক্তি তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় বা অত্যাবশ্যকীয় মনে করিলে, ৭ ধারার অধীন কোন কর্মকর্তার উপর অর্পিত এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে।

(৫) এই ধারা মোতাবেক তদন্তকারী ব্যক্তিকে দুর্ঘটনার কারণসমূহ এবং উহার অবস্থাদি বর্ণনা করিয়া এবং তিনি ও কোন পরামর্শদাতা সঠিক মনে করেন এইরূপ কোন মন্তব্য সংযোগ করিয়া সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে; এবং সরকার উপযুক্ত মনে করে এইরূপ সময়ে এবং পদ্ধতিতে তৈরী প্রত্যেক প্রতিবেদন প্রকাশ করাইবে।

(৬) এই ধারা অনুসারে সরকার তদন্তের কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারে।

১০। বিস্ফোরক বাজেয়াপ্তকরণঃ এই আইন মোতাবেক অথবা তদধীন প্রণীত বিধ মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধে কোন ব্যক্তি সাজাপ্রাপ্ত হইলে যে আদালত কর্তৃক সে সাজাপ্রাপ্ত হইয়াছে ঐ আদালত বিস্ফোরক, অথবা বিস্ফোরকের উপাদান বা যে উপাদান (যদি থাকে) সম্পর্কিত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে ঐ উপাদান অথবা ঐ বিস্ফোরকের কোন অংশ, উপাদান বা বস্তু উহার ধারক আধারসহ বাজেয়াপ্ত মর্মে নির্দেশ দিতে পারে।

১১। জাহাজ ক্রোকঃ যেক্ষেত্রে জাহাজের মালিক বা মাস্টার এই আইন মোতাবেক ঐ জাহাজে বা জাহাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কারণে অপরাধ সংঘটনের জন্য বিচারে জরিমানা প্রদানের দন্ডপ্রাপ্ত হয় সেক্ষেত্রে আদালত জরিমানা প্রদানে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে উহার অন্য প্রকার ক্ষমতা থাকা সত্বেও জাহাজ এবং উহাতে স্থিত কপিকল, পরিচ্ছদ এবং আসবাবপত্র অথবা, উহার যতটুকু প্রয়োজন হয় ঠিক ততটুকু ক্রোক এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায় করার নির্দেশ দিতে পারে।

১২। প্ররোচনা ও চেষ্টাঃ দন্ডবিধির অর্থে এই আইনে বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীনে যে কেহ কোন অপরাধে প্ররোচনা দেয় বা এইরূপ অপরাধ করার চেষ্টা করে এবং এইরূপ চেষ্টায় কোন কাজ করে, সে এমনভাবে দন্ডিত হইবে যেন অপরাধটি করিয়াছে।

১৩। গুরুতর অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তিগণকে ওয়ারেন্ট ব্যতীত গ্রেফতার করিবার ক্ষমতাঃ কোন ব্যক্তিকে এই আইন অথবা তদধীন প্রণীত বিধিতে শাস্তিযোগ্য কোন কার্য সংঘটন করিতে দৃষ্ট হইলে এবং ঐ কার্যের ফলে যে স্থানে বিস্ফোরক তৈরী বা মজুদ করা হয় ঐ স্থানে অথবা কোন রেলপথে অথবা অথবা কোন গাড়িতে, জাহাজে বা নৌকায় বিস্ফারণ বা অগ্নিদূর্ঘটনা ঘটিলে ঐ ব্যক্তিকে ওয়ারেন্ট ব্যতীত কোন পুলিশ কর্মকর্তা দ্বারা বা ঐ স্থানের মালিক বা তাহার প্রতিনিধি বা তাহার ভৃত্য বা মালিকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা অথবা রেল প্রশাসন বা বন্দর সংরক্ষকের কোন প্রতিনিধি বা কর্মচারী দ্বারা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি দ্বারা গ্রেফতার করা যাইতে পারে, এবং তাহাকে যে স্থানে গ্রেফতার করা হয় ঐ স্থান হইতে অপসারণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে যথাশীঘ্র সুবিধাজনকভাবে নেওয়া যাইতে পারে।

১৪। **ব্যতক্রিম এবং অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতাঃ** (১) কোন বিস্ফোরক তৈরী, অধিকারে রাখা, ব্যবহার, পরিবহন বা আমদানির ক্ষেত্রে ৮, ৯ এবং ৯-ক ধারাসমূহ ব্যতীত এই আইনের কোন বিধানই প্রযোজ্য হইবে না-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন বা বিধিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশের কোন সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা;
(খ) এই আইন পরিপালনে সরকারের অধীনে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা,

(২) সরকার সরকারী গেজেটে বজ্ঞিপ্তি দ্বারা এই আইনের সকল বা কোন বিধানবালী হইতে কোন বিস্ফোরককে সম্পূর্ণভাবে অথবা যেরূপে আরোপ করিলে উপযুক্ত হয় এইরূপ কোন শর্তাবলী সাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারে।

১৫। **১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ব্যতক্রিমঃ**
এই আইনের কোন বিধানই ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের (১৮৭৮ সালের ১১ নং আইন) বিধানাবলীকে খর্ব করিবে না ;

তবে শর্ত থাকে যে, বিস্ফোরক তৈরী, অধিকারে রাখা, বক্রিয়, পরিবহন বা আমদানির জন্য এই আইনের অধীন লাইসন্সে মঞ্জুরকারী কোন কর্তৃপক্ষ, যে বিধি অনুযায়ী লাইসন্সে মঞ্জুর করা হয় ঐ বিধি দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, উক্ত অস্ত্র আইনের অধীন লাইসেন্স মঞ্জুর হওয়ার ন্যায় কার্যকর হইবে মর্মে লাইসেন্সের উপর লিখিত আদেশ দ্বারা নির্দেশ দিতে পারে।

১৬। **অন্য আইন মোতাবেক দায় সম্পর্কে ব্যতক্রিমঃ** এই আইনের অথবা এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধানই, এই আইন বা ঐ বিধির পরিপন্থী অপরাধ সংঘটিত হয় এইরূপ কোন কার্য বা বর্জনের নিমত্তি অন্য কোন আইন মোতাবেক কোন ব্যক্তিকে বিচারের সম্মুখীন হইতে অথবা এই আইনে বা ঐ বিধিতে নির্ধারিত শাস্তি বা জরিমানা অপক্ষো ঐ অন্য আইনে অন্য প্রকার বা উচ্চতর শাস্তি বা জরিমানার দায় হইতে রক্ষা করিবে না;
তবে শর্ত থাকে যে, কেহই একই অপরাধের জন্য দুইবার শাস্তি ভোগ করিবে না।

১৭। **অন্য বিস্ফোরক উপাদানসমূহে "বিস্ফোরকের" সংজ্ঞার বিস্তৃতিঃ** সরকার সময় সময় সরকারী গেজেটে বজ্ঞিপ্তি দ্বারা সরকারের নিকট কোন উপাদান বিস্ফোরক দ্রব্য হওয়ার কারণে অথবা উৎপাদন পদ্ধতি বিস্ফোরণের জন্য দায়ী হওয়ার কারণে উহা জীবন বা সম্পত্তির জন্য বিশেষভাবে বিপজ্জনক প্রতীয়মান হইলে ঐ উপাদান এই আইনের অর্থে বিস্ফোরক বিবেচিত হইবে মর্মে ঘোষণা দিতে পারে; এবং (বজ্ঞিপ্তিতে এইরূপ ব্যতক্রিম, সীমাবদ্ধতা এবং বিধিনিষেধ উল্লেখ সাপেক্ষে) উক্ত পদার্থ এই আইনে "বিস্ফোরক" শব্দের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে গণ্য করিয়া এই আইনের বিধানাবলী একই পদ্ধতিতে ঐ 'উপাদান'-এ বিস্তৃত হইবে।

১৮। **বিধির প্রকাশণা এবং বহাল করিবার পদ্ধতিঃ** (১) এই আইন মোতাবেক বিধিমালা প্রণয়নকারী কোন কতর্ৃপক্ষ বিধি প্রণয়নের পূর্বে তদ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে এইরূপ ব্যক্তিবর্গের অবগতির জন্য প্রস্তাবিত বিধিমালার খসড়া প্রকাশ করিবে।

(২) সরকার সময় সময় সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রচারণা প্রকাশিত করিবে।

(3) যে তারিখে অথবা যে তারিখের পর খসড়া বিবেচনায় গ্রহণ করা হইবে ঐ তারিখ উল্লেখ করিয়া খসড়ার সহিত একটি নোটিস প্রকাশ করা হইবে।

(4) বিধিমালা প্রণয়নকারী কর্তৃপকষ উল্লিখিত তারিখের পূর্বে খসড়া সম্পর্কে কোন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত কোন আপত্তি বা প্রস্তাব গ্রহণ এবং বিবেচনা করিবে।

(5) এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধান সরকারী গেজেটে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর হইবে না।

(6) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইলে উহা যথার্থ প্রণীত হইয়াছে মর্মে এবং অনুমোদনের প্রয়োজন হইলে যথার্থ অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে চূড়ান্ত প্রমাণ ধরা হইবে।

(7) এই আইন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিবার সকল ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে সময় সময় , প্রয়োগ করা যাইতে পারে।